Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester- II (HISH) CC- 4

Prepared by- Rittik Biswas

©rittik biswas

History (Hons)

CC-4

Social Formations and Cultural patters of the Medieval World other than India

Group- C

Unit- VI

Judaism and Christianity under Islam

©rittik biswas

ক্রুসেডের ফলাফল ও প্রভাব

পশ্চিমে জীবনযাত্রা ও সমাজের উপর ধর্মযুদ্ধগুলির প্রভাব এত দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক ছিল যে , সেগুলিকে সভ্যতার ইতিহাসে নির্দেশক বলে গণ্য করা যায় । ঐতিহাসিক মেয়ারের ভাষায় বলা যায় — " পশ্চিম ইউরোপে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে ক্রুসেড সভ্যতার ইতিহাসে এক অসাধারণ দিক চিহ্ন হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল । " হেনরি পিরেন বলেছেন যে ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপীয়দের জন্য ভূমধ্যসাগরও উন্মুক্ত হয়েছিল ।

ক্রুসেডের ফলে মঠগুলির সম্পত্তির পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ যুদ্ধে যোগদানকারীরা খুব কম দামে তাদের সম্পত্তি মঠগুলিকে বিক্রি করে দিয়েছিল । লর্ডরা সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তাদের অনেক সম্পত্তি দান করতেন । হাজার হাজার ধর্মযোদ্ধা যারা অসুস্থ অবস্থায় উৎসাহহীনভাবে ফিরে এসেছিল তারা মঠের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং নিজেদের সমস্ত জাগতিক বিষয় ইসলামের অধীনে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পত্তিকে মঠের উন্নতির জন্য দান করে ছিলেন । এইভাবেই মধ্যযুগীয় মঠগুলির সম্পত্তি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের দুর্বল করে নিয়ে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গঠনে ক্রুসেডের প্রভাব লক্ষ করা যায় । অভিজাতরা অভিযানে অংশগ্রহণ করে অনেকেই ফিরে আসেনি। তাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকারের অভাবে বাজার হাতে চলে যায়। অনেকে আবার তাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে । তাদের ভাগ্যকে নষ্ট করেছিল । এই

©rittik biswas

ভাবে অভিজাতরা সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কমে গিয়েছিল তাদের সামাজিক প্রভাব । অন্যদিকে ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজার ।

পশ্চিমের জাতিগুলির সামাজিক জীবনের উপর ক্রুসেডের প্রভাব বেশ লক্ষণীয় এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল । তারা নিশ্চিত ভাবে শহর , দেশের সাধারণ মানুষের শক্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল । ক্রুসেডের সুযোগে ক্রীতদাসরা তাদের দাসত্বের বন্ধনকে ভেঙে ফেলেছিল । শহরের শ্রীবৃদ্ধি ও শিল্পের উন্নতির ফলে অনেকে অতি সহজে ম্যানর থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল । ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুযায়ী ক্রুসেড চলাকালীন মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল । কারণ , স্বামীদের অনুপস্থিতিতে মহিলাদের উপর পারিবারিক তত্ত্বাবধানের ভার বর্তে ছিল । গ্রিক এবং ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীন মেলামেশার ফলে পশ্চিমের জীবন যাত্রার মূল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল ।

ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী যোদ্ধা এবং রাজপুত্রদের জীবনের বিনিময়ে মধ্যযুগীর শহরগুলি বহু রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল । দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে মানুষের হাতে নগদ অর্থের পন্থা থাকায় তারা সামন্তপ্রভুদের একচেটিয়া কেন্দ্রীভূত পুঁজির বদলে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে । এ ভাবে অভিজাতদের হাত থেকে ক্ষমতা ধনসম্পদ ক্রমশ হাতছাড়া হওয়ায় শহর ও নগরগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছিল । ধমযুদ্ধগুলি ব্যবসা - বাণিজ্যে উৎসাহ দানের মাধ্যমে শহর ও নগরগুলির উন্নতিতে ত্বরান্বিত করে । ধর্মযুদ্ধ চলেছিল ধর্মযোদ্ধাদের চাহিদা পূরণের জন্য যার ফলশ্রুতিতে ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে ভেনিস , জেনোয়া এবং পিসা বিপুল সম্পদ ও খ্যাতি অর্জন করেছিল ।

©rittik biswas

ধর্মযুদ্ধগুলি বিখ্যাত ভ্রমণকারীদের এশিয়ার নির্জন দেশগুলিতে পাড়ি দিতে উৎসাহিত করেছিল । ক্রুসেডের পরোক্ষ ফলাফল ছিল কলম্বাস ও ভাস্কো - ডা - গামার সফল সমুদ্র যাত্রা । জনগণকে ভ্রমণের প্রতি উৎসাহিত করে ক্রুসেডগুলি সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদের দেওয়াল ভেঙে দিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রও উৎসারিত করেছিল ।

ক্রুসেড অংশগ্রহণকারী ধর্মযোদ্ধাদের মন থেকে সংকীর্ণতা চিরতরে দূরীভূত হয়েছিল । ক্রুসেডের আগে ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে ভীষণভাবে ঘৃণা করত । কিন্তু ক্রুসেডের শেষ পর্যায়ে এই ঘৃনার পরিমাণ অনেকটাই বিলুপ্ত হয়েছিল । কুসংস্কার ও প্রচলিত প্রথাগুলি এই সকল মানুষকে পরস্পরের কাছে আসতে বাধা দিতে পারেনি । ক্রুসেড ও সামুদ্রিক অভিযানগুলি ইউরোপীয়দের মিথ্যা ধারণাগুলিকে অনেকখানি সমাধান করেছিল । উদারনীতিবাদ পশ্চিমের সংকীর্ণ আঞ্চলিক অসহনশীল ধ্যানধারণার স্থান দখল করেছিল ।

সাহিত্য রচনার বিভিন্ন উপাদান যেমন বিভিন্ন প্রচলিত প্রথা ধ্যান , ধারণা , বীরের কার্যকলাপ যেগুলি প্রাচ্যদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল , যা সমৃদ্ধ করেছিল পশ্চিমি সাহিত্য -সাধনার চর্চাকে । শেক্সপিয়ার ষোড়শ শতকে ভ্রমণকারীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন , যারা প্রাচ্য দেশ থেকে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য রচনার উপাদান নিয়েএসেছিলেন । পশ্চিমি সাহিত্যের উপর ক্রুসেডের প্রভাব বেশিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছিল ।

ক্রুসেডগুলি সামরিক বিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল । বিশাল আকৃতির দুর্গ ও প্রাসাদের ধরন , অবরোধ করার পদ্ধতি প্রভৃতি ধর্মযোদ্ধারা

©rittik biswas

পূর্ব দিকের দেশ থেকে পশ্চিমে নিয়ে এসেছিলেন। স্থাপত্য শিল্পের উপরও ধর্মযুদ্ধে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । পবিত্র সমাধিগুলির নির্মাণ কৌশলকে পশ্চিমি জনগণ অনুকরণ করতে শুরু করেছিল । জেরুজালেমের পবিত্র সমাধির অনুকরণে লন্ডনের The Great Temple Church নির্মাণ করা হয়েছিল ।

ক্রুসেড ছিল ধ্বংস ও অবলুপ্তির মূর্ত প্রতীক । ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম এশিয়ার বহু এলাকা ও নগর ধ্বংসপ্রাপ্তহয় । মরুভূমিতে পরিণত হয় শস্য শ্যামলা উৎপাদন ক্ষেত্র। বহু বিত্তশালী পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা বিপুল ধনসম্পদ ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়েও মুসলমানদের কাছ থেকে পবিত্র ভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারেনি । তাই বলা যায় , ধ্বংস আর রক্তক্ষয় ছিল ক্রুসেডের বিষময় ফল ।

ধর্মযাজকদের উগ্র প্ররোচনার ফলে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ক্রুসেডে যোগদান করেছিল । এই ক্রুসেড উপলক্ষ্যে রাজা , সামন্তপ্রভু ও যাজকরা সাধারণ জনগণের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করতে থাকে । ফলে সাধারণ জনগণ এই ধর্মযুদ্ধকে মানবতা বিরোধী বলে বিবেচনা করে । ক্রুসেডে ভয়াবহ ধ্বংস ও রক্তক্ষয়ের ফলে ইউরোপে চার্চ ও পোপবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। এভাবে মানুষের মনে পোপের উজ্জ্বল অবস্থান ম্লান হয়ে যায় এবং যাজকদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পায় ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ভাবের আদান প্রদান ক্রুসেডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল। দীর্ঘ দুইশত বছর ধরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এই ভাবের আদান প্রদানের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়

©rittik biswas

। এর ফলশ্রুতিতে ইউরোপের নাগরিকদের মধ্যে । ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি ও প্রাচ্যেরসমরবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায় । ক্রুসেডের পরবর্তীতে প্রাচ্যের বিভিন্ন ফল ইউরোপের বিভিন্ন অংশে উৎপাদিত হতে শুরু করে।

ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপে ব্যবসা - বাণিজ্য ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল । কারণ এই যুদ্ধের ফলে ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রুসেড চলাকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের যে অবনতি ঘটেছিল তা পরবর্তীতে গতিশীল হয়ে ওঠে। এই বাণিজ্যের ফলশ্রুতিতে ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ ঘটে । প্রাচ্য দেশের কাঁচামাল ও খনিজদ্রব্যের সাহায্যে ইউরোপে শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় । এইভাবে শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে উৎসাহ দানের জন্য ক্রুসেডগুলি ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ নয় । এগুলি একটি নতুন দিগন্ত দেখা দেয়। ঐতিহাসিক মেয়ার বলেছেন যে - " পশ্চিম ইউরোপে জনগণের জীবন যাত্রার উপর ধর্মযুদ্ধগুলি পরোক্ষভাবে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে , তারা সভ্যতার ইতিহাসে মহান নির্দেশক ছিল । "

তথ্য সহায়তা

Wikipedia.org
বিশ্ব সভ্যতার মধ্যযুগ : সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস- আসিফ জামাল লস্কর

©rittik biswas